দৈনিক খবর

তারিখ ... 18 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ২ ...

12

13

শিক্ষকদের নিরাপত্তা এবং

একটি ছোট্ট খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। গত শুক্রবার প্রকাশিত উক্ত খবরের শিরোনাম ছিলো 'শ্রেণী কক্ষে শিক্ষক মাস্তানদের হাতে প্রহৃত'। ঘটনাস্থল দৌলতপুর মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়। গত মঙ্গলবার ক্লাস চলাকালে অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্র নবম শ্রেণীতে ঢুকে ঐ শ্রেণীরই জনৈক ছাত্রকে মারধোর করে। এ সময় সাইফুর রহমান নামক জনৈক শিক্ষক উক্ত শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে আক্রমণকারী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে সেখান থেকে বের করে দেন। এতে ছাত্রটি ক্ষুব্ধ হয় এবং বাইরে যেয়ে দুইজন মাস্তান পাঠায়। মাস্তানরা শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে উক্ত শিক্ষককে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। দৌলতপুর থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে খবরের ভাষ্য মতে এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি।

খবরটি ছোট্ট হলেও তুচ্ছ নয়। এ ধরনের খবরে আজকাল জনমনে তেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। কারণ, প্রতিদিনকার সংবাদপত্র মারামারি, হানাহানি তথা সন্ত্রাসমূলক খবরে ভরা থাকে। এসব সন্ত্রাসমূলক খবর এত বেশী কাগজে ছাপা হয় যে, কোন মারামারি ও হানাহানির ঘটনাকেই আজকাল অস্বাভাবিক মনে হয় না। এর মধ্যেও কোন কোন সন্ত্রাসী কাজকে কিছুটা ব্যতিক্রমী মনে হয় অবশ্যই। যেমন মাস্তান কর্তৃক শিক্ষক প্রহৃত হওয়ার উপরোক্ত ঘটনা। এমন ঘটনা অহরহই ঘটছে আজকাল। এটা নিঃসন্দেহে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিরই ফলশ্রুতি। একটি দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায় তখন দেশের গোটা জনসমাজেরই মান-সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজ তখন দুষ্ট, অসৎ ও আইনবিরোধী চক্রের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। ভদ্র, নিরীহ, সৎ, ন্যায়পরায়ণ তথা আইনের প্রতি অনুগত লোকদের নানা প্রকার হয়রানির শিকার হতে হয়। এদের সম্মান ও নিরাপত্তার প্রশ্নটি তখন দারুণভাবে অবহেলিত হয়। পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়ায় তখন 'দুষ্টের লালন শিষ্টের দমন।'

ঠিক অমন পরিস্থিতির এখন উদ্ভব হয়েছে সে কথা আমরা বলবো না। তবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে খুব অবনতি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দুই/তিন দশক আগেও এ দেশের শিক্ষকরা ছিলেন যথেষ্ট সম্মানের পাত্র। অন্যায় করার জন্য কোন ছাত্রকে শাসালে শিক্ষককে সেই ছাত্র বা তার সহযোগীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা অন্ততঃ শিক্ষাঙ্গনে ঘটতে দেখা যায়নি। এখন মাস্তানদের দৌরাত্ম্য এতটা বেড়ে গেছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন-তখন ঢুকে তারা শিক্ষককে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে বীরদর্পে পালিয়ে যায়। আর এ ব্যাপারে থানায় মামলা রুজু হলেও আসামীর গায়ে তেমন আঁচড়ও সচরাচর পড়ে না।

শিক্ষকরা সম্মান এবং ভক্তির পাত্র তো বটেই, এমনকি ওপর ক্লাসের ছাত্রদেরও নীচের ক্লাসের ছাত্রদের দ্বারা আমরা সম্মান ও ভক্তি করতে দেখেছি। সেই রীতিও এখন পাল্টে গাচ্ছে। দৌলতপুর মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার সূত্রপাত সে কারণেই। এখানে আমরা দেখেছি অষ্টম শ্রেণীর একজন জুনিয়র ছাত্র নবম শ্রেণীর একজন সিনিয়র ছাত্রকে মারধোর করেছে এবং এ ঘটনাটি অঘটন ঘটনপটিয়সী সেই ছাত্রপ্রবর ওপরের ক্লাসে ঢুকেই ঘটিয়েছে। এমন ঘটনা আগের প্রজন্মের অনেক মানুষের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে এবং এসব ঘটনার জন্য ছাত্রদের শাসাতে গেলে শিক্ষকদের ওপর নেমে আসছে বিপদ। এই বিপদ থেকে শিক্ষকদের রক্ষা করতে না পারলে শিক্ষকরা কোন্ সাহসে ছাত্রদের অন্যায়-অপরাধের জন্য শাসাতে যাবেন সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

আমরা দেখে এসেছি স্কুলের কোন ছাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গের দোষে অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন নেয়া হতো স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। অপরাধ গুরুতর হলে ছাত্রকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হতো। এখন এসব কড়াকড়ি ব্যবস্থা সরকারী স্কুলে পর্যন্ত শিথিল হয়ে এসেছে। আর বেসরকারী স্কুলে তো ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন-এর কোন নমুনাই আজকাল চোখে পড়ে না। অর্থাৎ স্কুল থেকে শাসন প্রায় উঠেই গেছে। ছাত্রদের দোষ বা অপরাধ দেখেও এই যুগের শিক্ষকরা নির্বিকার থাকেন অসম্মানের ভয়ে। আর যারা শাসন করতে যান তাদের অনেকের ভাগ্যেই জুটে উপরোক্ত শিক্ষকের মত নির্যাতন। তাই এসব অন্যায়-অপরাধের প্রতিকার না হলে স্বভাবতঃই শিক্ষকরা ছাত্রদের অন্যায়-অপরাধ দেখেও শাসানোর পরিবর্তে মৌনতা অবলম্বনকেই প্রাধান্য দেবেন। বলাবাহুল্য, এই বাস্তব অবস্থার কারণেই প্রতিবাদী শিক্ষকের সংখ্যা কমে আসছে। এর পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা কেউ তলিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করে বলে বোধ হয় না।

এমন অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই দায়ী। তবে অভিভাবক সমাজ বিশেষ করে স্কুল পরিচালনা কমিটি বা গভর্নিং বডিও এ জন্যে কম দায়ী নয়। বেসরকারী স্কুলগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটা পরিচালনা কমিটি থাকে। নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হয়। ইদানীং স্কুল কমিটির প্রশ্নে এত নোংরামো শুরু হয়েছে যে, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি, বিশেষ করে যারা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, তারা আজকাল এসবের ধারে-কাছে ঘেঁষতে চান না। ফলে ফাঁক পেয়ে অসৎ ও স্বার্থলোভী ব্যক্তিরাই বিদ্যোৎসাহী সেজে স্কুল পরিচালনা কমিটিতে ঢুকে পড়ে প্রায় ক্ষেত্রেই।

স্কুল পরিচালনা কমিটিতে অবাঞ্ছিত বা অযোগ্য লোক আসলে স্কুল পরিচালনায় গলদ দেখা দেবেই। এতে শুধু লেখা-পড়াই যে বিঘ্নিত হবে তা নয়, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশও ব্যাহত হবে মারাত্মকভাবে এবং বাস্তবেও হয়েছে তাই। তাই স্কুল প্রশাসনকে ঠিক রাখার জন্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকেও যেমন সহযোগিতা করতে হবে, তেমনি সচেতন নাগরিক বিশেষ করে, অভিভাবক সমাজকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন কতে হবে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। ছাত্র এবং মাস্তানদের হাতে তাদের লাঞ্ছিত হতে হলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার কোন কারণ থাকে না। তাই ঘটনাটি ছোট্ট হলেও যে তুচ্ছ নয় সেটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করার জন্যেই আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।